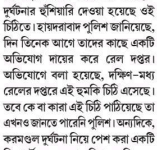

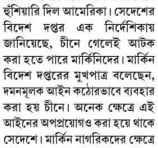

সংক্ষেপে

ইডির ডাকে সাড়া টিনার

বৈদেশিক মুদ্রা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে সোমবারই শিল্পপতি অনিল আম্বানিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটের আধিকারিকেরা। ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই দক্ষিণ মুম্বইয়ের ইডি–র দপ্তরে হাজিরা দিলেন অনিল–জায়া তথা একদা বলিউড অভিনেত্রী টিনা আম্বানি। একই অভিযোগে তাঁকেও জেরা করলেন ইডি–র তদন্তকারী অফিসাররা। জানা গেছে, আয়কর বিভাগের দেওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে টিনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন ইডি–র আধিকারিকেরা। 'প্যান্ডোরা পেপার্স কেস'–এর সঙ্গে অভিযোগের সম্পর্ক রয়েছে। এর আগে ২০২০ সালে ইয়েস ব্যাঙ্কের লোন সংক্রান্ত মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল অনিল আম্বানিকে।

হুমকি এল রেল দপ্তরে

করমণ্ডলের ধাঁচেই ফের দুর্ঘটনা ঘটনো হবে। রেলের দপ্তরে পাঠানো হল হুমকি চিঠি। হায়দরাবাদ–দিল্লি রুটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে ওই চিঠিতে। হায়দরাবাদ পুলিশ জানিয়েছে, দিন তিনেক আগে তাদের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করে রেল দপ্তর। অভিযোগে বলা হয়েছে, দক্ষিণ–মধ্য রেলের দপ্তরে এই হুমকি চিঠি এসেছে। তবে কে বা কারা এই চিঠি পাঠিয়েছে তা এখনও জানতে পারেনি পুলিশ। অন্যদিকে, করমণ্ডল দুর্ঘটনা নিয়ে পেশ করা একটি রিপোর্টে রেল সুরক্ষা কমিশন জানিয়েছে, করমণ্ডল দুর্ঘটনায় কোনওরকম অন্তর্ঘাত বা ষড়যন্ত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সিগনালিং ব্যবস্থার ত্রুটিই ছিল দুর্ঘটনার নেপথ্যে।

চীনে গেলেই গ্রেপ্তার!

মার্কিন নাগরিকদের চীন সফর নিয়ে হুঁশিয়ারি দিল আমেরিকা। সেদেশের বিদেশ দপ্তর এক নির্দেশিকায় জানিয়েছে, চীনে গেলেই আটক করা হতে পারে মার্কিনিদের। মার্কিন বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র বলেছেন, দমনমূলক আইন কঠোরভাবে ব্যবহার করা হয় চীনে। অনেক ক্ষেত্রে এই আইনের অপপ্রয়োগও করা হয়ে থাকে সেদেশে। মার্কিন নাগরিকদের ক্ষেত্রে এই অপপ্রয়োগের ঘটনা আরও বাড়তে পারে বলেই ধারণা বিদেশ দপ্তরের। গত মাসেই চীন সফরে গিয়েছিলেন মার্কিন বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। এই সফর চলাকালীনই চীনে বন্দি মার্কিন নাগরিকদের মুক্তি দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয় দুই দেশের মধ্যে। তার কয়েক দিন পরেই নতুন করে নির্দেশিকা জারি করল আমেরিকা।

গ্রহাণু যুদ্ধ আমেরিকার

গোপনে 'গ্রহাণু অস্ত্র' তৈরি করছে আমেরিকা। যা রাশিয়ার ওপর প্রয়োগ করতে পারে তারা। বিস্ফোরক দাবি আনাতোলি জাইৎসভ নামের এক রাশিয়ান বিশেষজ্ঞের। তাঁর মতে, আকাশপথে কোনও গ্রহাণুর যে নির্দিষ্ট চলন, তাকে পরিবর্তিত করে রাশিয়ার দিকে যদি ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলেই তা ভয়ানকভাবে আছড়ে পড়বে। জাইৎসভের দাবি, প্রায় ৩০ বছর ধরে আমেরিকা ও তার সঙ্গী দেশগুলি মিলে ১৪টি গ্রহাণু ও ৬টি ধুমকেতুতে অভিযান চালিয়েছে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করতে। উদাহরণ হিসবে তিনি তুলে ধরেছেন, ২০২১–এ নাসার ডার্ট মিশনের কথা।

সন্ত্রাস নিয়ে বার্তা, তবে চীন নিয়ে মোদি নীরব

বীরেন ভট্টাচার্য
দিল্লি, ৪ জুলাই

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কড়া বার্তা দিলেও, সরাসরি সীমান্ত আগ্রাসন নিয়ে চীনকে কোনও বার্তা দিলেন না। আজ শাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) বৈঠকে পাকিস্তানের নাম না করে সন্ত্রাসবাদের কড়া নিন্দা করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সদস্য দেশগুলিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। পরে চীনের নাম না করে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা ভাল হলেও, এমনটা কখনই হওয়া উচিত নয়, যাতে অন্য দেশের অখণ্ডতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। চীনকে কেন কড়া বার্তা দেওয়া হল না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা।

এসসিও বৈঠক

এসসিও সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, 'যে কোনও দেশ বা অঞ্চলের ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ। ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা শুধুমাত্র পারস্পরিক বাণিজ্যই নয়, পারস্পরিক বিশ্বাসও মজবুত করে। যদিও এসসিও–র মূল নীতি অর্থাৎ সদস্য দেশগুলির সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা যেন ক্ষুন্ন না হয়, তা দেখাটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' লাদাখে যেভাবে পরিকাঠামো বৃদ্ধি করছে চীন এবং একের পর এক গ্রাম তৈরি করে নিজেদের শক্তি বাড়িয়েছে, সে কথা মাথায় রেখেই প্রধানমন্ত্রী মোদি এই বার্তা দিয়েছেন বলে মত কূটনৈতিক মহলের। যদিও ভারতীয় ভূখণ্ডে চীনা সেনার আগ্রাসন, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকা নিয়ে কোনও বার্তা দেননি তিনি। রাশিয়ার উপস্থিতিতে এসসিও বৈঠকের মঞ্চকে ব্যবহার করে চীনকে কড়া বার্তা দেওয়ার দাবি তুলেছিল কংগ্রেস। দলের নেতা মণীশ তিওয়ারি সকালেই বলেন, '২০২০ সালের মে মাসে কেন চীন প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে এসেছিল, ৩৮ মাস ধরে কেন তারা অবৈধভাবে দখল করে রাখা অংশ ছাড়ছে না, সে প্রশ্ন তোলা দরকার প্রধানমন্ত্রী মোদির।'

এদিন এসসিও–র ভার্চুয়াল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। সেখানে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের নাম না করে মোদি বার্তা দিয়ে বলেন, 'কয়েকটি দেশ সন্ত্রাসবাদকে তাদের নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে, জঙ্গিদের আশ্রয় দিচ্ছে। এই ধরনের গুরুতর বিষয়ে দ্বিচারিতা চলবে না।' পরে সাংবাদিক সম্মেলনে বিদেশ সচিব বিনয় কাতরাকে প্রশ্ন করা হয়, আন্তর্জাতিক মঞ্চে সন্ত্রাসবাদের ইস্যু তোলা ছাড়া কী গঠনমূলক পরিকল্পনা করেছে মোদি সরকার? তার কোনও জবাব দেননি তিনি। বিদেশ সচিব জানান, ইরান এসসিও গোষ্ঠীর পূর্ণ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আজ। আগামী বছর সদস্য হবে বেলারুশ।

জামিনের টাকা জমা রাখতে বলা উদ্বেগের

প্রতারণা–মামলায় জামিন পেতে গেলে প্রতারণা–কাণ্ডে অভিযুক্তকে এই মর্মে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, যত টাকা প্রতারণা হয়েছে বলে অভিযোগ, তত টাকাই আগাম জমা দিতে হবে। তবেই অভিযুক্ত জামিন পাবেন। মঙ্গলবার হাইকোর্ট ও নিম্ন আদালতের এ ধরনের নির্দেশকে 'উদ্বেগজনক প্রবণতা' বলে মন্তব্য করেছে শীর্ষ আদালত। এই ধরনের আর্জিতে প্রভাবিত না হওয়ার জন্য সব আদালতকে সতর্ক থাকতেও বলেছে শীর্ষ আদালত। এদিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এস রবীন্দ্র ভাট এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের বেঞ্চ একটি মামলা ফিরিয়ে দেন দিল্লি হাইকোর্টে। প্রতারণার ওই মামলায় দিল্লি হাইকোর্ট রায় দেয়, অভিযুক্তকে জামিন পেতে গেলে ২২ লক্ষ টাকা তাঁকে আগাম জমা রাখতে হবে। বেঞ্চের বক্তব্য, গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকটি মামলায় দেখা যাচ্ছে, এমন ভাবে প্রতারণা–মামলায় অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে, যাতে প্রতারণার টাকা উদ্ধার করা যায়।

সান ফ্রান্সিসকোর ভারতীয় কনসুলেটে খালিস্তানি সমর্থকদের হামলা

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি ও সান ফ্রান্সিসকো, ৪ জুলাই

সান ফ্রান্সিসকোর ভারতীয় কনসুলেটে ফের খালিস্তানি সমর্থকদের হামলা। শনিবার রাত দেড়টা থেকে আড়াইটের মধ্যে কনসুলেটের সামনে একদল খালিস্তানি সমর্থক জড়ো হয়ে হাঙ্গামা শুরু করে। ভাঙচুর চালিয়ে কনসুলেটে আগুন লাগানোর চেষ্টা করে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী এসে আগুন নেভায়। হামলায় কেউ হতাহত না হলেও মার্চ থেকে জুলাই— এই পাঁচ মাসে এ নিয়ে দ্বিতীয়বার সান ফ্রান্সিসকোর ভারতীয় কনসুলেটকে নিশানা করল বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ভারতীয় কূটনীতিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বলেছে দিল্লি। উদ্বেগ প্রকাশ করে টুইট করেছেন কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিংভি। লিখেছেন, 'কানাডা–সহ অন্য দেশে খালিস্তানি কাজকর্মের বিরোধিতায় ভারত সরকারের পদক্ষেপের পাশে আছি।'

হামলার নিন্দায় সরব আমেরিকাও। মার্কিন বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার টুইট করেছেন, 'কড়া ভাষায় ভারতীয় কনসুলেটে হামলার নিন্দা করছে আমেরিকা। মার্কিন মুলুকে বিদেশি দূতাবাসে ভাঙচুর, হামলা করা ফৌজদারি অপরাধ।' সরব ইন্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড ফোরামও। তাদের অভিযোগ, খালিস্তানি–সহ ভারত–বিরোধী শক্তিগুলি বিদেশে ভারতের কূটনৈতিক কর্মসূচিকে বানচাল করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

৮ জুলাই কানাডার অটোয়া এবং টরোন্টোয় পদযাত্রার তোড়জোড় করছে খালিস্তানিরা। পোস্টারে রয়েছে ভারতীয় কূটনীতিকদের ছবি। পোস্টার দেখে কড়া পদক্ষেপ করেছে ভারত। বিদেশ মন্ত্রক দিল্লিতে নিযুক্ত কানাডার হাইকমিশনারকে তলব করে ডিমার্শে ধরিয়েছে। ভিয়েনা কনভেনশনের শর্তাবলি অনুযায়ী কূটনীতিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আশ্বাস দিয়েছেন কানাডার বিদেশমন্ত্রী মেলানি জলি। খালিস্তানি পোস্টার সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন, 'কানাডা, আমেরিকা, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়াকে সতর্ক করা হয়েছে। খালিস্তানিদের মাথা তুলতে না দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।'

আশঙ্কা জেডিইউ নেতার মহারাষ্ট্র মডেল বিহারেও

সংবাদ সংস্থা
পাটনা, ৪ জুলাই

মহারাষ্ট্রের মডেল বিহারেও কার্যকর করার চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি। মঙ্গলবার এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন নীতীশ কুমার ঘনিষ্ঠ বিহারের মন্ত্রী বিজয়কুমার চৌধুরি। একইসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, মহাগঠবন্ধন খুবই শক্তিশালী। তাই বিজেপির সুশীল মোদি যে দাবি করছেন জেডিইউ–তে ভাঙন হবে, তা পুরোপুরি ভিত্তিহীন।

চেষ্টা করছে বিজেপি

চৌধুরির অভিযোগ, 'বিহারে ক্ষমতা হারিয়েছে বিজেপি। তাছাড়া বিহার এখন জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রে ফিরে এসেছে। সেকারণে বিজেপি বিহারকে ঘৃণা করে।' বিজেপির সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'এক সময় মহারাষ্ট্রে অজিত পাওয়ারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে তার পদত্যাগ চেয়েছিল বিজেপি। আর এখন তাঁকেই সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী করেছে তারা।'

সিবিআই চার্জশিটে নাম রয়েছে তেজস্বী যাদবের। তাই তাঁর উচিত উপমুখ্যমন্ত্রী পদ ছেড়ে দেওয়া। বিজেপির এই দাবি অবশ্য পুরোপুরি খারিজ করে দিয়েছেন বিজয় চৌধুরি। এদিন তিনি বলেন, 'শুধু চার্জশিট দিলেই প্রমাণ হয় না যে কেউ দোষী। তাছাড়া সিবিআই–ও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। তাছাড়া তেজস্বী আগেই এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।'

তবে মুখে যাই বলুন, জেডিইউ–তে ভাঙনের আশঙ্কায় ইতিমধ্যেই শঙ্কিত দলের নেতৃত্ব। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে দফায় দফায় দলের বিধায়ক ও সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করছেন নীতীশ। রবিবার পাটনার বাসভবনে লোকসভার ৩ জন এবং রাজ্যসভার ১ সাংসদের সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর আগে কয়েক দিন দলের বিধায়কদের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন তিনি। যদ রাষ্ট্রীয় লোক জনতা দলের নেতা উপেন্দ্র কুশওয়াহার কথায়, জেডিইউ শিবিরে ভাঙন এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

যোগ্য ক্রেতা না পাওয়ায় পবন হংস বিক্রি স্থগিত

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ৪ জুলাই

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা পবন হংসের বিলগ্নীকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। এই সংস্থা কেনার জন্য দরপত্র জমা দিয়েছিল একমাত্র স্টার–৯ মোবিলিটি প্রাইভেট লিমিটেড। যদিও তাদের বিরুদ্ধে আইনি ত্রুটি এবং মামলা বকেয়া থাকায় দরপত্র বাতিল হয়ে যায়। আর কোনও ক্রেতা পায়নি সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার এবং ওএনজিসির যৌথ উদ্যোগের সংস্থা পবন হংস।

গত বছরের এপ্রিলে হেলিকপ্টার পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা পবন হংস বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয় মোদি সরকার। ২১১.১৪ কোটি টাকায় স্টার৯ মোবিলিটি প্রাইভেট লিমিটেডকে এই সংস্থা বিক্রির সিদ্ধান্ত হয়। বিগ চার্টার প্রাইভেট লিমিটেড, মহারাজা অ্যাভিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেড এবং আলমাস গ্লোবাল অপরচুনিটি ফান্ড এসপিসি— এই তিন সংস্থা মিলিয়ে তৈরি করা হয় স্টার৯ মোবিলিটি প্রাইভেট লিমিটেড। তারাই পবন হংস কিনতে উদ্যোগী হয়। যদিও মে মাসে আচমকাই জানা যায়, আলমাস গ্লোবালের বিরুদ্ধে ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনালে মামলা ঝুলে রয়েছে। তারপরই বিষয়টি স্থগিত করে দেওয়া হয়। কেন্দ্রের বিলগ্নীকরণের জন্য তৈরি করা সংস্থা ডিপম একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, কোম্পানি ল' ট্রাইবুনালের নির্দেশ খতিয়ে দেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'সংস্থাকে শোকজ করা হয়। তাদের জবাব খতিয়ে দেখার পর, সরকার দরপত্র জমা দেওয়া স্টার৯ মোবিলিটি প্রাইভেট লিমিটেডকে এই বিলগ্নীকরণ প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আপাতত বিলগ্নীকরণের প্রক্রিয়া স্থগিত থাকবে।'

মহারাষ্ট্র কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে শারদ পাওয়ার। রয়েছেন কং নেতা নানা পাটোলেও। মুম্বইয়ে, মঙ্গলবার। ছবি: পিটিআই

এনসিপি–র রাশ কার হাতে, স্পষ্ট হবে আজ

আবু হায়াত বিশ্বাস
দিল্লি, ৪ জুলাই

এনসিপির রাশ শেষ পর্যন্ত কাকা না ভাইপো, কার হাতে থাকবে তা আগামী কাল, বুধবার অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে যাবে। কাল মুম্বইয়ের বান্দ্রায় এনসিপি ভেঙে বেরিয়ে যাওয়া শারদ পাওয়ারের বিদ্রোহী ভাইপো অজিত পাওয়ার জরুরি বৈঠক ডেকেছেন। এনসিপির সাংসদ-বিধায়ক-বিধান পরিষদের সদস্য এবং প্রদেশ ও জেলা স্তরের শীর্ষনেতাদের ওই বৈঠকে অংশ নেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন তিনি। একই দিনে মুম্বইয়ের যশবন্তরাও বলবন্তরাও (ওয়াই বি) চবন অডিটোরিয়ামে কাকা শারদ পাওয়ারও দলের শীর্ষনেতা, সাংসদ, বিধায়ক ও দলীয় পদাধিকারীদের বৈঠক ডেকেছেন। অজিত পাওয়ার গোষ্ঠীর দাবি, তাদের পক্ষেই রয়েছেন এনসিপির অধিকাংশ বিধায়ক, সাংসদ। একই দাবি করছে শারদ পাওয়ার গোষ্ঠীও। রাজনৈতিক মহলের আশা, আগামী কাল এনসিপির পাল্লা কার দিকে কতটা ভারী তা অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এরই পাশাপাশি, শিবসেনা, এনসিপির ভাঙনের জেরে রাজ্য বিধানসভায় প্রধান বিরোধী দল হিসেবে উঠে আসছে কংগ্রেস। রাজ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে হাত শিবির। এনসিপি প্রধান শারদ পাওয়ারের সঙ্গে এদিন বৈঠক করেছেন রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি নানা পাটোলে–সহ শীর্ষনেতারা। সূত্রের খবর, বিজেপির স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র জুড়ে পথে নামার পরিকল্পনা করছে কংগ্রেস। শারদ পাওয়ার, উদ্ধব ঠাকরেকে নিয়ে কংগ্রেস নেতারা বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ময়দানে নামার পরিকল্পনা করছেন।

মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রের বিধানভবনে পরিষদীয় দলনেতা বালাসাহেব থোরাটের সভাপতিত্বে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের বৈঠক হয়। বিধানভবনের এই বৈঠকে দলের পরবর্তী রাজনৈতিক রণকৌশল নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে খবর। মহারাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত এআইসিসি পর্যবেক্ষক এইচ কে পাটিল এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বিরোধী দলনেতা অজিত পাওয়ার সরকারে যোগ দেওয়ার পরই মহারাষ্ট্র বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার পদ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। কংগ্রেসের একাংশ ওই পদের দাবি করেছে। তবে সূত্রের খবর, বিরোধী দলনেতার পদ নিয়ে শারদের সঙ্গে বৈঠকে এদিন কোনও আলোচনা হয়নি। বরং তারা আরও কয়েকটা দিন মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির দিকে নজর রাখতে চাইছে। এআইসিসি পর্যবেক্ষক এইচ কে পাটিল বলেন, 'আমরা মহাবিকাশ আঘাড়ি এবং কংগ্রেসকে মজবুত করব। উদ্ধব ঠাকরে এবং শারদ পাওয়ারকে সমর্থন করেছি আমরা। রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছি। বিরোধী দলনেতার পদ নিয়ে এদিন কোনও আলোচনা হয়নি।'

উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্র বিধানসভায় কংগ্রেসের ৪৫ জন বিধায়ক রয়েছেন। এনসিপি ও শিবসেনার বিধায়কদের ভাঙাতে পারলেও, ওই রাজ্যে কংগ্রেসের বিধায়কদের এখনও ভাঙাতে পারেনি বিজেপি। গত বছর একনাথ শিন্ডে দল ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার আগে তৎকালীন শাসক শিবিরে সবচেয়ে বড় দল ছিল শিবসেনা। এখন বিরোধী শিবিরে থাকা শিবসেনার উদ্ধব গোষ্ঠীর হাতে মাত্র ১৪ জন বিধায়ক রয়েছেন। ফলে ৫৩ বিধায়ক নিয়ে বিরোধী শিবিরের সবচেয়ে বড় দল হয় এনসিপি। কিন্তু রবিবার অজিত পাওয়ার, প্রফুল প্যাটেলদের বিদ্রোহের জেরে এনসিপিতে ভাঙন ধরেছে। এর ফলে কংগ্রেসের কাছে বিরোধী দলনেতার পদ পাওয়ার সুযোগ এসেছে। বিরোধী শিবিরে কংগ্রেসের গুরুত্বও বেড়ে গিয়েছে। কংগ্রেস হাইকমান্ড মহারাষ্ট্রের বিরোধী দলনেতার পদটি নিয়ে আগ্রহী। এদিকে, এনসিপিতে ভাঙন নিয়ে এদিন তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন প্রফুল প্যাটেল। জানিয়েছেন, একনাথ শিন্ডে-বিজেপি সরকারের হাত ধরার সিদ্ধান্ত কারও একার নয়। সবটাই দলের সিদ্ধান্ত।

এদিকে, এদিনই উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা শিন্ডে–সহ প্রথম দলছুট ১৬ বিধায়কের সদস্যপদ খারিজের দাবি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। উল্লেখ্য, সেই সময়েই উদ্ধবের দল ওই ১৬ জনের সদস্যপদ খারিজের আবেদন নিয়ে তৎকালীন ডেপুটি স্পিকারের কাছে আবেদন জানান। সেই সময় স্পিকারের পদ শূন্য ছিল। ডেপুটি স্পিকার ওই ১৬ বিধায়ককে নোটিসও দেন। তবে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত হওয়ার আগেই সরকার পড়ে যায়।

'২৪–এর আগে ৪ রাজ্যে সভাপতি বদল বিজেপির

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ৪ জুলাই

২০২৪–এর লোকসভা নির্বাচনের আগে সংগঠনে বেশ কিছু রদবদল করল বিজেপি। ৪ রাজ্যে সভাপতি বদল করল পদ্ম শিবির। এই রাজ্যগুলি হল পাঞ্জাব, ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানা। প্রসঙ্গত, এই ৪ রাজ্যের কোনওটিতেই ক্ষমতায় নেই বিজেপি। ফলে লোকসভা নির্বাচনের আগে আসনের অঙ্কে বদল আনতেই নেতৃত্বে নতুন মুখ আনা বিজেপির নতুন রণকৌশল বলে মনে করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার দিল্লিতে বিজেপির কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর থেকে জানানো হয়, অন্ধ্রপ্রদেশে বিজেপির সভাপতির দায়িত্ব পাচ্ছেন ইউপিএ জমানার প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডি পুরন্দেশ্বরী। পুরন্দেশ্বরী কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। ভোটমুখী তেলেঙ্গানায় সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আরেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষেন রেড্ডিকে। তবে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মাথায় থাকবেন তেলেঙ্গানা বিজেপির ওবিসি–মুখ এতেলা রাজেন্দর। অন্যদিকে, আপের দখলে থাকা পাঞ্জাবে বিজেপি সভাপতি পদে বসানো হয়েছে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে আসা সুনীল জাখরকে। ঝাড়খণ্ডের সভাপতি পদ পেয়েছেন সে রাজ্যের বর্তমান বিরোধী দলনেতা তথা রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী বাবুলাল মারান্ডি।

'যাত্রিবাহী ট্রেনগুলি চলন্ত শবাগার' নিরাপত্তা নয়, সরকার শুধু প্রচার চায়: ডেরেক

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ৪ জুলাই

যাত্রিবাহী ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে স্টেশনে। ছবি: সংগৃহীত

এদেশের যাত্রিবাহী ট্রেনগুলি এখন 'চলন্ত শবাগার'–এ পরিণত হয়েছে। ওড়িশার বাহানাগা বাজার স্টেশনের কাছে করমণ্ডল এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনা–কাণ্ডে প্রকাশিত রিপোর্ট প্রসঙ্গে মঙ্গলবার এই মন্তব্য করেন তৃণমূল সাংসদ ও দলের রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনা করে ডেরেক এদিন বলেন, 'কেন্দ্র এখন যাত্রী–নিরাপত্তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে জনসংযোগের ওপর।' তাঁর অভিযোগ, ভারতীয় রেল বিষয়ে বিরোধীরা যে সব ইস্যুতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন, সেগুলিতে কোনও গুরুত্বই দেয়নি কেন্দ্র।

২ জুন বাহানাগায় ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার তদন্তে সিগনালিং এবং ট্রাফিক অপারেশনের গাফিলতির কথা স্বীকার করা হয়েছে রেলওয়ে সেফটি কমিশনের রিপোর্টে। সেই বিষয়টির উল্লেখ করে এদিন ডেরেক বলেন, 'ভারতে যাত্রিবাহী ট্রেনগুলিকে অবহেলা করা হচ্ছে। ফলে ট্রেনগুলি হয়ে উঠেছে চলন্ত শবাগার। সংসদে বিরোধী দলগুলি একাধিক গুরুতর ইস্যু তুলে গঠনমূলক পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু কেউই তাতে কান দেয়নি কারণ যাত্রী–নিরাপত্তার বদলে জনসংযোগে সরকার বেশি ব্যস্ত।' তাঁর প্রশ্ন, 'প্রদর্শনীর সারমেয় নয় বলেই এই সব ট্রেনগুলির রক্ষণাবেক্ষণে নজর দেওয়া হয়নি?'

এই দুর্ঘটনার তদন্ত করে রেল সেফটি কমিশন জানিয়েছে, বাহানাগা বাজারের কাছে ভয়াবহ দুর্ঘটনার প্রধান কারণ ছিল 'ভুল সিগনালিং এবং সিগনালিং ও টেলিকমিউনিকেশন বিভাগের একাধিক স্তরে গাফিলতি।' রেলওয়ে বোর্ডের কাছে পেশ করা এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, যদি বাহানাগা বাজারের স্টেশন ম্যানেজার দুটি সমান্তরাল লাইনের সংযোগকারী সুইচের 'বারবার অস্বাভাবিক ব্যবহার'–এর বিষয়টি এস অ্যান্ড টি বিভাগের কর্মীদের জানাতেন, তাহলে আগাম ব্যবস্থা নেওয়া যেত। সেক্ষেত্রে এই দুর্ঘটনা যে এড়ানো যেত, তারও ইঙ্গিত রয়েছে রিপোর্টে। এই দুর্ঘটনায় ২৯৩ জন যাত্রীর মৃত্যু হয়। আহত হন ১০০০ জনেরও বেশি।

এদিন কংগ্রেসও অভিযোগ করেছে, রেলের নিরাপত্তার মূল বিষয়গুলিকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করেছে মোদি সরকার। এ প্রসঙ্গে জয়রাম রমেশ এদিন বলেন, 'আমরা আগাগোড়াই বলে আসছি বন্দে ভারত ট্রেনগুলির উদ্বোধন, বুলেট ট্রেন নিয়ে হইচই করতে গিয়ে মোদি সরকার রেলের নিরাপত্তার মূল ইস্যুগুলি পুরোপুরি অবহেলা করেছে। কারণ এগুলি নিয়ে ফটো সেশনও হয় না, খবরের হেডলাইনও হয় না। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, বালেশ্বর দুর্ঘটনা মানবিক কারণেই ঘটেছে। এর পেছনে রয়েছে পরিচালনার ব্যর্থতা যার দায় রাজনৈতিক নেতৃত্বেরও রয়েছে।'

ADITYA BIRLA CAPITAL PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ইন্ডিয়ান কম্পাউন্ড, ভেরাভল, গুজরাট–৩৬২২৬৬
ব্রাঞ্চ অফিস: রুম নং ৪০১, পঞ্চম তল, ক্যামাক স্কোয়্যার, ২৪, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা– ৭০০০১৬

পরিশিষ্ট IV-A
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য
স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) ও ৯(১) এর সংস্থান সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ(সমূহ) বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, **(১) পাল প্যাকেজিং প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা); (২) দেবদাস পাল (জামিনদার) এবং (৩) দেবজ্যোতি পাল (সহ–ঋণগ্রহীতা)** এর থেকে আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড, সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা বাবদ ১৬.০৬.২০২২ তারিখের ভিত্তিতে **₹৮,৭৬,২৮,৬৮০.৪৬ (আট কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ আঠাশ হাজার ছশো আশি টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা মাত্র)** [এই অর্থাঙ্কের মধ্যে টিডিএস এবং প্রযোজ্যমতো প্রি–পেমেন্ট চার্জ অন্তর্ভুক্ত করা নেই] পুনরুদ্ধারের জন্য **আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড,** সুরক্ষিত ঋণদাতার **অনুমোদিত আধিকারিক** দ্বারা **বাস্তবিক দখল** নেওয়া ও সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ করা স্থাবর সম্পত্তি **'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে'** এবং **'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে ২৪ জুলাই, ২০২৩ তারিখে বিক্রি করা হবে।
স্থাবর সম্পত্তি অর্থাৎ, জমি ও বাড়ির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য হল ₹৪,৯৭,০০,১১৫/– (চার কোটি সাতানব্বই লক্ষ একশত পনেরো টাকা মাত্র) এবং বায়না অর্থাঙ্ক হল ₹৪৯,৭০,০১১.৫/– (উনপঞ্চাশ লক্ষ সত্তর হাজার এগারো টাকা এবং পাঁচ পয়সা মাত্র)।
নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিতে স্থিত প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য হল ₹৩৫,১০,৯০০/– (পঁয়ত্রিশ লক্ষ দশ হাজার নশো মাত্র) এবং বায়না অর্থাঙ্ক হল ₹৩,৫১,০৯০/– (তিন লক্ষ একান্ন হাজার নব্বই টাকা মাত্র)।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

৯৫ ডেসিমেলের মধ্যে ৩৯ কাঠা সমতুল্য ৬৪ ডেসিমেল শিল্পের (কারখানা) জমির সকল অপরিহার্য অংশ অবস্থিত মৌজা- শেরপুর, অধীনস্থ আর এস খতিয়ান নং ১৩, এল আর খতিয়ান নং ২৬, এল আর দাগ নং ৫৪৫ অধীনস্থ আর এস দাগ নং ৫১৪, থানা- আমতা, জেলা- হাওড়া, অধীনস্থ এডিএসআর আমতা, ভাণ্ডারগাছা গ্রামপঞ্চায়েতের অধীনে, যার চৌহদ্দি এইরূপে: উত্তরে- শ্রী তরুণ পোয়ালি এবং শ্রী নিরাপদ পোয়ালির জমি, দক্ষিণে- শ্রী কালীপদ মণ্ডলের জমি, পূর্বে- খাল, পশ্চিমে- রাস্তা।
বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য, অনুগ্রহ করে আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.adityabirlafinance.com বা **https://sarfaesi.auctiontiger.net**-তে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন।

স্বাঃ-
অনুমোদিত আধিকারিক
আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড
যোগাযোগ: ৭৫৯৬৯৪৬৪৬৭

তারিখ: ৫ জুলাই, ২০২৩
স্থান: কলকাতা

ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল–১, দিল্লি
৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, পার্লামেন্ট স্ট্রিট, নয়া দিল্লি–১১০০০১
ওএ নং ১৩৮/২০১৫ এর প্রেক্ষিতে এমএ নং ১২৯/২০২১
ফিনিক্স এআরসি প্রাঃ লিঃ ..... আবেদনকারী
বনাম
পোলার ফার্মা ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ ও অন্যরা ..... বিবাদী

প্রতি: ১. মেসার্স পোলার ফার্মা ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ
প্লট নং ৩, সোমনাথপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, পোঃঅঃ- রেমুনা বালেশ্বর- ৭৫৬০১৯, ওড়িশা
মহামান্য সরণি বেসমেন্ট পোদ্দার কোর্ট কলকাতা- ৭০০০০১ এর প্রতি সংলগ্ন ওএল মারফত
২. মিসেস সুনীল আগরওয়াল, পিতা- প্রয়াত সজ্জন আগরওয়াল
এ-৮, মহারানি বাগ, নয়া দিল্লি
৩. বিনীতা আগরওয়াল, ফ্ল্যাট নং ৪ডি, ১৪/১, বর্ধমান রোড, আলিপুর, কলকাতা- ৭০০০২৭;
তৎসহ: ৫১, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০০১
৪. শৈলজা আগরওয়াল, এ-২, মহারানি বাগ, নয়া দিল্লি- ১১০০৬৫

যেহেতু উপরিনামিত আবেদনকারী ₹৫৮,০৪,৮৫,৫৩৯.৯৭ (আটান্ন কোটি চার লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশো উনচল্লিশ টাকা এবং সাতানব্বই পয়সা মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য আপনাদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছেন এবং ট্রাইবুনালের সন্তুষ্টিবিধানে এই বিষয়টি প্রদর্শিত হয়েছে যে, বিষয়টি সাধারণ উপায়ে আপনাদের প্রতি পরিষেবিত করা সম্ভব হয়নি। সেই কারণে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে মহামান্য রেজিস্ট্রার সমীপে ০২.০৯.২০২৩ তারিখে সকাল ১০:৩০টায় হাজির থাকার জন্য আপনাদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে (বিশদ তথ্যের জন্য অনুগ্রহপূর্বক ডিআরটি ওয়েবসাইট **www.etribual.gov.in** দেখুন, ফোন: ০১১-২৩৭৪৮৪৭৩)।
এই বিষয়টি খেয়াল রাখবেন যে, এই ট্রাইবুনাল সমীপে উপরিলিখিত তারিখ ও সময়ে আপনারা হাজির থাকতে ব্যর্থ হলে আপনাদের অনুপস্থিতিতেই মামলাটির শুনানি ও নিষ্পত্তি করা হবে।
বর্তমানে চলতে থাকা অতিমারি পরিস্থিতির কারণে, যাবতীয় বিষয় ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বিচার্য হবে এবং এই উদ্দেশ্যে:
সকল অ্যাডভোকেট/মামলার সকল পক্ষ অবশ্যই 'সিসকো ওয়েবেক্স' অ্যাপ্লিকেশন/সফ্টওয়্যার ডাউনলোড করে নেবেন; রেজিস্ট্রার/ রিকভারি অফিসার-১/ ও রিকভারি অফিসার-২ দ্বারা গৃহীত মামলার পরবর্তী শুনানির তারিখের জন্য 'মিটিং আইডি' ও 'পাসওয়ার্ড' ডিআরটি'র সরকারি পোর্টাল অর্থাৎ, **'drt.gov.in'**-তে পরবর্তী নির্ধারিত তারিখের একদিন আগে পাওয়া যাবে। কোনও প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে অ্যাডভোকেট/মামলার সকল পক্ষ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের সঙ্গে এই ফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন: ০১১-২৩৭৪৮৪৭৩।
আজ, ৩ জুন, ২০২৩ তারিখে এই ট্রাইবুনালের সিলমোহর দিয়ে আমি স্বাক্ষর করলাম।

এই ট্রাইবুনালের আদেশ অনুসারে
স্বাঃ- রেজিস্ট্রারের পক্ষে

আরও বিশদে জানতে প্রতিবাদীরা নিম্নলিখিত ফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন:
মিঃ অমিত কে দার, মহামান্য রেজিস্ট্রার
ডিআরটি-১, নয়া দিল্লি, ফোন: ০১১-২৩৭৪৮৪৭৩, ই-মেল: **drt1delhi-dfs@nic.in**

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) Oriental United

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(অ্যানেক্সার–১৩, ক্রম–১০)

সার্কল অফিস, সস্ত্র ডিপার্টমেন্ট, পশ্চিম মেদিনীপুর
শহিদ ক্ষুদিরাম বোস রোড, বার্জ টাউন, মেদিনীপুর, পিন–৭২১১০১, পশ্চিমবঙ্গ। ই–মেল: cs8294@pnb.co.in

যেহেতু:
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৩ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩ নং ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ) এর প্রত্যেকের নামের পাশে উল্লিখিত তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওই বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা/গণ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল নং ৮ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৪) নং উপধারা অনুযায়ী তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে উল্লিখিত তারিখে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি/গুলি নিয়ে কোনওরূপ লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন নিম্নবর্ণিত অর্থাঙ্ক ও তার ওপর সুদ সমেত **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক** এর দায় সাপেক্ষ হবে।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) ব্রাঞ্চের নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া অর্থাঙ্ক
১	**ক) ঘাটাল ব্রাঞ্চ** **খ) মিঃ দেবাশিস পাখিরা এবং মিসেস মানসী পাখিরা** গ্রাম- গোপালপুর, পোঃঅঃ- ডিহিরামনগর, থানা- দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১২১২	উপরিস্থিত বাড়ি সমেত ৪ ডেসিমেল জমির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- গোপালপুর, জে এল নং ১৯৯, এল আর খতিয়ান নং ২৩৭৯, প্লট নং ৩৮৫, থানা- দাসপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী দেবাশিস পাখিরা**, পিতা- মদন পাখিরা, গ্রাম- গোপালপুর, পোঃঅঃ- ডিহিরামনগর, থানা- দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১২১২, এডিএসআর- দাসপুরে নিবন্ধীকৃত ২০১৯ সালের দানদলিল নং I-৯৮৯ অনুযায়ী। **চৌহদ্দি:** উত্তর- পঞ্চায়েতি রাস্তা; দক্ষিণ- স্বপন পাখিরা; পূর্ব- মদন পাখিরা; পশ্চিম- মহেশ পাখিরা।	**ক) ১৮.০৩.২০২৩** **খ) ০১.০৭.২০২৩** **গ) ₹২৫,৯৩,৩৪৪.৫৭** এবং এর ওপর ৩১.১২.২০২২ অবধি সুদ + আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক (যদি থাকে) বাদে অন্যান্য খরচ
২	**ক) মেটালডোবা ব্রাঞ্চ** **খ) শ্রী জনার্দন বায়েন** গ্রাম- ঠাকুরানিতলা, মেটালডোবা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১২১	উপরিস্থিত বাড়ি সমেত বাস্তু জমির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- ঠাকুরানিতলা, জে এল নং ৩৯৮, এল আর খতিয়ান নং ২৫২, প্লট নং ২৯০, জমির পরিমাপ ৬ ডেসিমেল (বাস্তু), পোঃঅঃ- মেইতা, থানা- গোয়ালতোড়, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: শ্রী জনার্দন বায়েন,** পিতা- শ্রী ফণীভূষণ বায়েন, গ্রাম- ঠাকুরানিতলা, মেটালডোবা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১২১, এডিএসআর- গড়বেতায় নিবন্ধীকৃত ২০১৫ সালের দানদলিল নং ১৭১৮ অনুযায়ী। **চৌহদ্দি:** উত্তর- মদন কুণ্ডু; দক্ষিণ- অন্যের ফাঁকা জমি ও রাস্তা; পূর্ব- অবনী বায়েনের বাড়ি; পশ্চিম- কমল বায়েন।	**ক) ০১.০২.২০২৩** **খ) ০১.০৭.২০২৩** **গ) ₹১৬,৭৪,১৭৫.৭৯** এবং এর ওপর ৩১.১০.২০২২ অবধি সুদ + আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক (যদি থাকে) বাদে অন্যান্য খরচ

তারিখ: ০৫.০৭.২০২৩; স্থান: পশ্চিম মেদিনীপুর **অনুমোদিত আধিকারিক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক**